গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৩ জুলাই, ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৮ম সভার কার্যবিবরণী।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ৮ম সভা ৩ জুলাই, ২০০৮ তারিখ ৪.৩০ টায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব ও বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুস সালাম খান এর সভাপতিত্বে বাংলাদেশ সচিবালয়ে তাঁর সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্য/কর্মকর্তাগনের তালিকা পরিশিষ্ট - ১ এ দেখানো হলো।

সভার প্রারম্ভে সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে স্বাগত জানিয়ে অদ্যকার সভা অনুষ্ঠানের পটভূমি বর্ননা করে সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ও বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব মোঃ আবুল হাসেম-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মহা-পরিচালক সভার কার্যপত্র অনুযায়ী আলোচ্য বিষয়সমূহ ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্য বিষয় ০১ঃ বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪-০৯-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের ২৪-০৯-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম সভার প্রস্তুতকৃত কার্যবিবরণী বোর্ডের সম্মানিত সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। কার্যবিবরণী সম্পর্কে সম্মানিত সদস্যদের নিকট হতে কোনরূপ সংশোধনী প্রস্তাব না পাওয়ায় কার্যবিবরণীটি নিশ্চিত (Confirm) করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০২ঃ বিগত ২৪-০৯-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের ৭ম সভার সিদ্ধান্তবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা ঃ

বিগত ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত ৭ম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তাবলীর বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশদভাবে পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনা কালে বাস্তবায়িত বিষয়সমূহ ব্যতীত নিম্নবর্ণিত অনিস্পত্তিকৃত বিষয়গুলো সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

(ক) সিলেট ও খুলনা বিভাগীয় সদরে সরকারি কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য স্টাফবাস চালুকরণ ও ভাড়াকরণ প্রসঙ্গে ঃ

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য একটি মিনিবাস এবং খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য একটি বড় বাস ভাড়া করার বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয় যে, উপ-পরিচালক, সিলেট কর্তৃক কয়েকবার দরপত্র আহবান করা হলেও এ বিষয়ে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি।

অপরদিকে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য বাস ভাড়া করার লক্ষ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছিল। ৪টি দরপত্র পাওয়া গিয়েছিল। তন্মধ্যে ৩টি দরপত্র সিডিউল মোতাবেক হয়নি। পর্যাপ্ত সংখ্যক সঠিক দরপত্র না পাওয়ায় দরপত্রগুলি বাতিল করা হয়।

CamScanner

এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে সিলেট ও খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে বাস ভাড়ার জন্য আবারও টেন্ডার আহবান করা যেতে পারে বলে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সিলেট ও খুলনা বিভাগীয় কার্যালয়ের কর্মচারীদের অফিসে যাতায়াতের জন্য পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করে বাস ভাড়া করার জন্য আবারও টেন্ডার আহবান করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট/খুলনা।
(৩) উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, বিভাগীয় কার্যালয়, সিলেট/খুলনা।

(খ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় নিজস্ব জায়গায় ৩০ তলা বানিজ্যিক ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি প্রসঙ্গেঃ**

প্রস্তাবিত ভবন নির্মাণের বিষয়ে সভায় অবহিত করা হয় যে, ইতোমধ্যে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডি করার জন্য কনসালটেন্ট নিয়োগের বিষয়ে EOI বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ৭টি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে দরপত্র পাওয়া যায়। EOI দরপত্র মূল্যায়নের জন্য গঠিত কমিটি কর্তৃক প্রণীত মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে RFP আহবানের বিষয়ে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অবগতি ও সানুগ্রহ অনুমোদনের জন্য একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়েছে।

বোর্ডের মহা-পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার সানুগ্রহ অনুমোদন পাওয়ার পর ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য RFP আহবান করা হবে। এতদসংক্রান্ত সম্ভাব্য ব্যয় বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে মেটানো হবে। ফিজিবিলিটি ষ্টাডির পর ভবন নির্মাণের সমুদয় তহবিল সংগ্রহের কৌশল নির্ধারণ করা যেতে পারে। ভবন নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে সভায় একমত পোষণ এবং বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনা করে বোর্ডের নিজস্ব তহবিল থেকে অর্থ ব্যয় করে ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য RFP আহবান করার জন্য মতামত ব্যক্ত করা হয়। তবে ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য প্রয়োজনীয় খরচের বিবরণ ষ্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার অনুমোদন পাওয়ার পর ভবন নির্মাণের ফিজিবিলিটি ষ্টাডির জন্য RFP আহবান করতে হবে। ফিজিবিলিটি ষ্টাডির অর্থ বোর্ডের তহবিল থেকে ব্যয় করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(গ) **সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে খাস জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে ঃ**

সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসন কল্পে খাস জমি বরাদ্দ প্রসঙ্গে সভায় অবহিত করা হয় যে, যেহেতু সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যা নিরসনের দায়িত্ব পূর্ত মন্ত্রণালয়ের সেহেতু বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসন সমস্যা নিরসনের জন্য কার্যক্রম গ্রহন পূর্ত মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের সাথে সাংঘর্ষিক হবে কিনা সে বিষয়ে সংস্থাপন মন্ত্রণালয় (কল্যাণ শাখা) কর্তৃক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হয়েছে। পূর্ত মন্ত্রণালয় "সরকারি জমির উপর অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অবকাঠামো উন্নয়ন (ফ্ল্যাট বাড়ী নির্মাণ) নীতিমালা-২০০৮" এর কপি প্রেরণ পূর্বক তা অনুসরণ করার পরামর্শ প্রদান করেছে।

CamScanner

সিদ্ধান্ত ঃ এতদ্বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে আহায়ক করে গঠিত কমিটি উল্লিখিত নীতিমালা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনীয় পরামর্শ/দিক নির্দেশনা প্রদান করবে এবং তদানুযায়ী পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-সচিব (সওক), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(ঘ) বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণ ঃ

বোর্ডের নিজস্ব কমিউনিটি সেন্টারের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণের বিষয়টি পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন আছে। বিগত ২৪-০৯-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভার সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে রাজশাহীস্থ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ের অফিস, কমিউনিটি সেন্টার এবং পানির পাম্প ব্যবহারের জন্য পৃথক পৃথক বৈদ্যুতিক মিটার স্থাপন করা হয়েছে। সভাপতি রাজশাহী কমিউনিটি সেন্টারের আয়-ব্যয়ের প্রসঙ্গে বলেন যে, বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যা কত এবং এগুলো থেকে কীভাবে বার্ষিক কত টাকা আয়-ব্যয় হয় তা বোর্ডকে অবহিত করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে আগামী বোর্ড সভায় কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যাসহ আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী উপস্থাপনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ আগামী বোর্ড সভায় কমিউনিটি সেন্টারের সংখ্যাসহ প্রতিটি সেন্টারের বার্ষিক আয় ব্যয়ের হিসাব বিবরণী উপস্থাপন করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

(ঙ) **ঢাকা মহানগরীর দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় ৬নং প্লটে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জমিতে ৩০ তলা বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণের জন্য ২০০৭ সনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সংক্রান্ত ব্যয়ের টাঃ ১৫,৬১,৫৪৪/- ভূতাপেক্ষ অনুমোদন প্রসঙ্গে।**

মহাপরিচালক এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, পূর্ববর্তী সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক অডিট কার্যসম্পন্নের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে। অডিট সম্পন্ন হলে অনুমোদনের জন্য উহা বোর্ডের পরবর্তী সভায় পেশ করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ ভবন নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়ে ২০০৭ সনে খরচকৃত টাকার অডিট সম্পন্ন হওয়ার পর উহা বোর্ডের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য পেশ করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(চ) **স্টাফবাস কর্মসূচীর বাসের যাত্রীভাড়া পুনর্নির্ধারণের প্রস্তাব।**

এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, সর্বশেষ বাসভাড়া নির্ধারণ করা হয়েছিল ০১-০৭-২০০২ তারিখে। বড় বাসে প্রতি মাইলের ভাড়া ২০ পয়সা অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ১২ পয়সা এবং মিনিবাসে প্রতি মাইলের ভাড়া ৩৫ পয়সা অর্থাৎ প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ২২ পয়সা। তখন ডিজেলের মূল্য ছিল প্রতি লিটার ১৭ টাকা।

পরবর্তীতে ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি লিটার ৪০ টাকা, খুচরা যন্ত্রাংশের মূল্যসহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয় অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় সর্বোপরি ২০০৫ সালের জাতীয় বেতন স্কেলে সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বিবেচনা করে বোর্ডের ২৪-০৯-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় বড় বাসের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ৫০ পয়সা

এবং মিনিবাসের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ৭৫ পয়সা নির্ধারণ করা হয় এবং তা ০১-১১-২০০৭ তারিখে থেকে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু অনিবার্য কারণে উল্লিখিত ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে ডিজেলের মূল্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় (প্রতি লিটার ৫৫ টাকা) ষ্টাফ বাস কর্মসূচী পরিচালনার ব্যয় আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, বিআরটিসি কর্তৃক সম্প্রতি পাবলিক বাসের প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ১.০৫ টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ষ্টাফ বাস কর্মসূচী চালু রাখার স্বার্থে সরকারী কর্মচারীদের আর্থিক অবস্থা বিবেচনা করে বড় বাসের ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ২৫ পয়সা এবং মিনিবাসে প্রতি কিলোমিটারের ভাড়া ৪০ পয়সা পুনঃনির্ধারণ করার প্রস্তাব করা হয়।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ সমুদয় বিষয় বিস্তারিত আলোচনান্তে ষ্টাফ বাস ভাড়া আপাতত না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ছ) বিআরটিসির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া পুনর্নির্ধারণ।

বোর্ডের ২৪-০৯-২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ধিত ভাড়া প্রতি কিলোমিটারে ৭২ পয়সা হার অনুযায়ী শেরেবাংলানগর - পাইকপাড়া (একতলা বাস) টাঃ ৯০৪.৩৩, মিরপুর - পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় (একতলা বাস) টাঃ ১,০৭৮.২৪, এবং মিরপুর - সচিবালয় (দ্বিতল বাস) টাঃ ১,৫৪৬.০৫ করে নির্ধারিত ভাড়া ০১-১০-২০০৭ তারিখ থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আপাতত করণীয় কিছু নেই।

(জ) বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের কল্যাণ তহবিল হতে প্রদেয় চিকিৎসা সাহায্য সীমিত করণ প্রসঙ্গে।

বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাহায্য মঞ্জুরী দেয়া হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি চলতি অর্থ বছরে এ খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে মঞ্জুরীকৃত টাকার হিসেব বোর্ডকে অবহিত করা প্রয়োজন বলে মনে করেন। এ বিষয়ে চলতি অর্থ বছরে মঞ্জুরীকৃত অর্থের হিসেব নিম্নে দেয়া হলো।

ক্রমিক নং	খাতের নাম	মঞ্জুরীকৃত আবেদন	মঞ্জুরীকৃত টাকা
১.	চিকিৎসা সাহায্য	৫,৫০২ টি	টাঃ ২,৯৩,৫৭,৯০০/-
২.	শিক্ষাবৃত্তি	৪৫৮ টি	টাঃ ৬,৭৮,১৭৫/-
৩.	দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া	১৭ টি	টাঃ ৭৪,২০০/-
		মোট ঃ	টাঃ ৩,০১,১০,২৭৫/-

২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরে বিশেষ সাহায্য (চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি ও দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া) খাতে টাঃ ৮.০০ কোটি (আট কোটি) বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য টাঃ ৪,২৫,০০,০০০/- এবং প্রধান কার্যালয়ের জন্য টাঃ ৩,৭৫,০০,০০০/- বাজেট বিভাজন করা হয়। প্রধান কার্যালয়ের বিভাজিত বাজেট থেকে টাঃ ৩,০১,১০,২৭৫/- মঞ্জুরী প্রদান করা হয়েছে এবং টাঃ ৭৩,৮৯,৭২৫/- অবশিষ্ট আছে যা ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরে বিশেষ সাহায্য খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের সাথে সমন্বয় করে খরচ করা হবে।

(ঝ) ষ্টাফবাস কর্মসূচীতে গাড়িচালক ৫টি ও বাস হেলপার ৫টি সহ মোট ১০টি নতুন পদ সৃষ্টি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত।

এ বিষয়ে সভাকে অবহিত করা হয় যে, বিগত ২৪-০৯-২০০৭ তারিখের বোর্ড সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫ টি গাড়ী চালক পদে টাঃ ৩১০০-৬৩৮০/- বেতন স্কেলে এবং ৫ টি হেলপার পদে টাঃ ২৪০০-৪৩১০/- বেতন স্কেলে নিয়োগ প্রদান ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, নব নিয়োগকৃত একজন গাড়ী চালক জনাব মোঃ কালাম এর বিরুদ্ধে অভিযোগ পাওয়া যায় যে, তিনি ভুল ঠিকানা দেখিয়ে চাকুরীর দরখাস্ত করেন এবং চাকুরী প্রাপ্ত হন। অভিযোগ প্রাপ্তির কারণে তাকে বেতন দেয়া হচ্ছে না। তার পুলিশ ভেরিফিকেশন দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। পুলিশ ভেরিফিকেশনের ফলাফলের ভিত্তিতে তার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। বিষয়টি বোর্ড সভাকে অবহিত করা হয়। এ বিষয়ে বোর্ডের সম্মানীত সদস্যগণ জনাব মোঃ কালাম-কে বেতন প্রদানের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন। পুলিশ ভেরিফিকেশন রির্পোট পাওয়ার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত ঃ পুলিশ ভেরিফিকেশন রির্পোট প্রাপ্তির পর আইন মোতাবেক ব্যববস্থা নিতে হবে। তবে তাকে আপাততঃ বেতন দেয়া যায়।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ঞ) মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারের বিশেষ মেরামত কাজ সংক্রান্ত।

বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ১৮-১১-২০০৭ তারিখে বাককবো (কর্মসূচী) - ৬/৯৭-৫৪০৩ স্মারকের প্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-৪ এর নিকট থেকে মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারে ফলস সিলিং স্থাপন, দেয়ালে টাইলস, কুক সেডের ফ্লোর পাকা করণ, প্লাষ্টার নবায়ন, রান্নাঘরের টিন কাঠ নবায়ন, অবশিষ্ট জলছাদ বানানো, চুনকাম, রংকাজ, ডিসটেম্পার, স্নোসেম ইত্যাদি মেরামত ও আধুনিকিকরণ কাজের জন্য টাঃ ১৪,৪৭,৫০৮/- এর প্রাক্কলন ও নকশা পাওয়া গিয়েছে। প্রাক্কলনে এসি স্থাপনের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। প্রাক্কলন ও প্রাক্কলিত ব্যয় অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, উক্ত ব্যয় সরকারের রাজস্ব বাজেটে প্রাপ্ত কল্যাণমূলক কার্যক্রমের তহবিল হতে মেটানো সম্ভব হবে। সভায় উপস্থিত গণপূর্ত অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জানান যে, প্রাক্কলনটি সঠিক আছে। বিস্তারিত আলোচনার পর ব্যয়ের প্রাক্কলন অনুমোদন করা যেতে পারে বলে সভায় সকলেই একমত পোষণ করে। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর বলেন যে, বিবেচ্য সিভিল কাজের সাথে অপরিহার্য কিছু বৈদ্যুতিক কাজও অনুমোদন করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মতিঝিল মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কাম কমিউনিটি সেন্টারে ফলস সিলিং স্থাপন, দেয়ালে টাইলস, কুক সেডের ফ্লোর পাকা করণ, প্লাষ্টার নবায়ন, রান্নাঘরের টিন কাঠ নবায়ন, অবশিষ্ট জলছাদ বানানো, চুনকাম, রংকাজ, ডিসটেম্পার, স্নোসেম ইত্যাদি মেরামত ও আধুনিকি করনের কাজ অন্তর্ভূক্ত করে টাঃ ১৪,৪৭,৫০৮/- এর প্রাক্কলন ও নকশা অনুমোদন করা হয়। পিপিআর-২০০৮ এ বিধান অনুসরণ করে বিবেচ্য মেরামত কাজ সম্পাদন করতে হবে। বৈদ্যুতিক কাজের ব্যয় প্রাক্কলন ভূত্তাপেক্ষি অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করতে হবে।

CamScanner

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

(ট) **সরকারি দায়িত্ব পালনের কারণে ব্যক্তিগতভাবে মামলায় জড়িত হয়ে পড়লে কল্যাণ তহবিল হতে আর্থিক সাহায্যের আবেদন ফরম প্রসঙ্গে।**

সভায় অবহিত করা হয় যে, মামলা সংক্রান্ত আবেদন ফরমটি সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারীর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে এবং প্রেস থেকে প্রয়োজনীয় ফরম ছাপানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ ছাপানো ফরম ব্যবহারের জন্য বিতরণ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ ০১। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

০২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(ঠ) **বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য ৮টি পিকআপ গাড়ি পরিবহন পুল হতে বোর্ডের নিকট হস্তান্তর প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের জন্য ৮টি পিকআপ গাড়ি পরিবহন পুল হতে বোর্ডের নিকট হস্তান্তর এবং গাড়ীগুলো বোর্ডের টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তি করা প্রয়োজন। এ বিষয়ে কত-১২প্র/০৬-১০০৭ স্মারক মারফত ১২-০২-২০০৮ তারিখে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের স্মাক নং সম(কল্যাণ)-ডব্লিউডি-৬/২০০০-৩৮ তারিখ ঃ ১৪-০২-২০০৮ মারফত ৮টি পিকআপ গাড়ি টিওএন্ডই-তে অন্তর্ভূক্তির জন্য পূর্নাঙ্গ সাংগঠনিক কাঠামোসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ এ বিষয়ে সাংগঠনিক কাঠামোসহ পূর্নাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৩। শিক্ষাবৃত্তির চেক পিতা/মাতা/অভিভাবকদের নামে প্রদান প্রসঙ্গে।

কল্যাণ তহবিল হতে নবম শ্রেণী থেকে তদুর্ধ শ্রেণীতে অধ্যয়নের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে তাদের নামে শিক্ষাবৃত্তির চেক প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে কোন কোন ছাত্র-ছাত্রীর বয়স ১৮ এর কম হওয়ায় তারা ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে পারে না। ফলে তাদের নামে প্রদানকৃত শিক্ষা-বৃত্তির টাকার চেক নগদায়ন করতে অসুবিধা হয়। এ অসুবিধা দূরীকরণের জন্য কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকের আবেদনের প্রেক্ষিতে শিক্ষাবৃত্তির চেক ছাত্র-ছাত্রীদের নামের পরিবর্তে তাদের পিতা/মাতা/অভিভাবকের নামে প্রদান করার প্রস্তাব সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব তথা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। কাজেই এখন থেকে মৃত ও অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তির চেক ছাত্র-ছাত্রীদের নামের পরিবর্তে তাদের পিতা/মাতা/অভিভাবকের নামে প্রদান করা হবে। বিষয়টি বোর্ডকে অবহিত করা হয়।

আলোচ্য বিষয় ০৪। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন প্রসঙ্গে।

সভায় অবগতির জন্য জানানো হয় যে, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের অর্থায়নে বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সম্মতি চাওয়া হলে অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন না করে আরো কোন বিকল্প পন্থায় জমাকৃত অর্থ কাজে লাগানোর পরামর্শ প্রদান করে।

সিদ্ধান্ত ঃ এ ব্যাপারে সুপারিশ প্রদান করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

আলোচ্য বিষয় ০৫। বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (পরিশিষ্ট - 'ক' ও 'খ') অনুমোদন।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড, কল্যাণ তহবিল ও যৌথবীমা তহবিলের ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট (পরিশিষ্ট - 'ক' ও 'খ') সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। বাজেটের বিভিন্ন বিষয়ে প্রস্তাবিত খরচের ধরন ও পরিমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন করা হয়। উল্লেখ্য যে, কল্যাণ তহবিলের আয় টাঃ ৫০,১৮,৩৫,৭৮০/- এবং ব্যয় টাঃ ৫১,৪৯,৫৬,০০০/-। যৌথবীমা তহবিলের আয় টাঃ ২১,৭২,৯৮,০০০/- এবং ব্যয় টাঃ ২৭,৬৩,৫৮,০০০/-। কল্যাণ তহবিলের বাজেটে ঘাটতি টাঃ ১,৩১,২০,২২০/- এবং যৌথবীমা তহবিলের ঘাটতি টাঃ ৫,৯০,৬০,০০০/-। ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের স্বল্প মেয়াদী আমানত ও উহার মুনাফা উত্তোলন করে উক্ত ঘাটতি মিটানো হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের কল্যাণ তহবিলের বাজেট (পরিশিষ্ট - 'ক') ও যৌথবীমা তহবিলের বাজেট (পরিশিষ্ট - 'খ') অনুমোদন করা হলো। উক্ত বাজেটের আওতায় পরিচালিত কর্মসূচী যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে।

বাস্তবায়ন ঃ (১) উপ-পরিচালক(প্রশাসন ও কল্যাণ), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।
(২) উপ-পরিচালক(কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৬। স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৮৮ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি সুবিধা প্রদান প্রসঙ্গে।

স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ১৮৮ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি সুবিধা প্রদানের ব্যাপারে যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয় কে আহবায়ক করে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ৫টি সভায় মিলিত হয়ে এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে। কমিটিতে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, স্টাফ বাস কর্মসূচীতে কর্মরত কর্মচারীদের চাকুরী ঝুকিপূর্ণ এবং খুবই পরিশ্রমের কাজ। সে বিবেচনায় প্রচলিত নিয়মে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যেতে পারে। অন্যদিকে অর্থ বিভাগের যুগ্ম-সচিব মত ব্যক্ত করেন যে, ষ্টাফ বাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীরা সীমিত আয়ের কর্মচারী। তারা যেহেতু সরকারি কর্মচারীদের ন্যায় অন্যান্য আর্থিক সুবিধা পান না, সেহেতু উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে বর্তমানে প্রচলিত বিধি বিধান অনুসরণ পূর্বক তাদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে একই স্কেল ও বেতনের একজন কর্মসূচীর কর্মচারী ও একজন রাজস্বখাতভূক্ত কর্মচারীর পেনশন ও গ্রাচ্যুইটি প্রাপ্যতার সুবিধা তুলনামূলক বিশ্লেষন করে ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের অবসরান্তে বর্তমানে প্রচলিত প্রতিবছর চাকুরীর জন্য ২ (দুই) মাসের পরিবর্তে ৩ (তিন) মাসের শেষ আহরিত মুল বেতনের সমপরিমান অর্থ গ্রাচ্যুইটি হিসেবে প্রদানের জন্য সুপারিশ করে। বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ষ্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের অবসর

CamScanner

গ্রহণের সময় বর্তমানে প্রচলিত প্রতিবছর চাকুরীর জন্য ২ (দুই) মাসের পরিবর্তে ৩ (তিন) মাসের শেষ আহরিত মুল বেতনের সমপরিমান অর্থ গ্রাচ্যুইটি হিসেবে প্রদান করা যেতে পারে মর্মে মতামত ব্যক্ত করে।

সিদ্ধান্ত ঃ স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের সময় বর্তমানে প্রচলিত প্রতিবছর চাকুরীর জন্য ২ (দুই) মাসের পরিবর্তে ৩ (তিন) মাসের শেষ আহরিত মুল বেতনের সমপরিমান অর্থ গ্রাচ্যুইটি হিসেবে প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ ব্যবস্থা অত্র সভা অনুষ্ঠানের তারিখ (০৩-০৭-২০০৮) থেকে কার্যকর হবে। তবে সন্তোষজনক চাকুরীর রেকর্ড থাকতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৭। স্টাফবাস প্রকল্পে কর্মরত হেলপারদের গাড়ী চালক পদে পদোন্নতি প্রদান প্রসঙ্গে।

বাংলাদেশ সচিবালয়ে ও অন্যান্য সরকারি অফিসে কর্মরত সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সময়মত অফিসে আনা-নেয়া করার জন্য ষ্টাফ বাস কর্মসূচী পরিচালনা করা হচ্ছে। স্টাফবাস কর্মসূচীতে নিয়োজিত কর্মচারীদের জন্য একটি অনুমোদিত চাকুরী নীতিমালা রয়েছে। উক্ত নীতিমালায় গাড়ী চালক পদে অষ্টম শ্রেণী পাস এবং ভারী যানবাহন চালনায় বৈধ লাইসেন্স প্রাপ্তদের গাড়ী চালক পদে সরাসরি নিয়োগের বিধান রয়েছে। স্টাফবাস কর্মসূচীতে বাস হেলপার পদে অষ্টম শ্রেণী পাস কর্মচারী রয়েছে যারা গাড়ী চালনায় দক্ষ ও ভারী যানবাহন চালনার বৈধ লাইসেন্সের অধিকারী। এছাড়াও বাস হেলপার পদে এইচ,এস,সি পাস কর্মচারী রয়েছে যারা অফিসের ও অন্যান্য কাজে দক্ষ। বাস হেলপার পদে কর্মরত কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিয়োগ বিধিতে পদোন্নতির কোন সুযোগ না থাকায় তারা একই পদে দীর্ঘদিন চাকুরী করছেন এবং তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যাচ্ছে না। এজন্য যোগ্যতা সম্পন্ন বাস হেলপার ও টিকেট চেকারদের পদোন্নতির সুবিধা রেখে চাকুরী নীতিমালা সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়। সভায় এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, চাকুরী নীতিমালা সংশোধন করে টিকেট চেকার ও বাস হেলপারদের পদোন্নতি দেয়া হলে সরকারের নীতি অনুযায়ী বিভিন্ন কোটা সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে না। বিস্তারিত আলোচনা করে বাস হেলপার ও টিকেট চেকারদের পদোন্নতির কোটা বিবেচনার অবকাশ নেই বলে মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাস হেলপার ও টিকেট চেকারদের পদোন্নতির বিষয়ে কোটা সংরক্ষনের অবকাশ নেই।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৮। স্টাফবাস কর্মসূচী ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সৃষ্ট পদসমূহ সংরক্ষণ।

সভায় মহাপরিচালক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর ১৪১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ১৮৮ টি পদ ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণের প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করেন। বিষয়টি গতানুগতিক এবং স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। অতপর বর্নিত পদসমূহ অর্থাৎ ষ্টাফ বাস কর্মসূচীর ১৪১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন বিভাগের মোট ৪৭টি পদ সহ মোট ১৮৮ টি পদ

কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডে কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজন হওয়ায় ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত সংরক্ষণ করার প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়।

স্টাফবাস কর্মসূচীর ১৪১টি পদের মধ্যে গাড়ীচালকের ৫টি ও বাস হেলপারের ৪টি পদ সহ মোট ৯টি পদ সাবেক বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ কমিটির ৪৩তম সভায় নির্ধারিত বেতনে সৃষ্টি করা হয়েছিল। স্টাফবাস কর্মসূচীতে গাড়ীচালক, বাস হেলপার সহ অন্যান্য সকল পদ জাতীয় বেতনস্কেলে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং নিয়োগ দেয়া হয়েছে। সরকারের ৩০/৪০ লক্ষ টাকার মূল্যবান একটি গাড়ী একজন নির্ধারিত বেতনে নিয়োজিত কর্মচারীর নিকট দেয়া নিরাপদ নয় বিধায় উল্লেখিত ৯টি পদে নিয়োগ দেয়া হয়নি। তাছাড়া একই কর্মসূচীতে একই ধরনের পদে দু'রকমের কর্মচারী নিয়োগ দেয়া সমীচীন নয় বলে প্রতিয়মান হয়। এ কারনে উক্ত পদসমূহ পূরনের উদ্যোগ নেয়া যায়নি। কাজেই নিয়োগ প্রাপ্ত অন্যান্য গাড়ীচালক ও বাস হেলপারদের ন্যায় উক্ত ৯টি পদের গাড়ীচালকের ৫টি পদ ৩১০০-৬৩৮০/- এবং বাস হেলপারের ৪টি পদ ২৪০০-৪৩১০/- জাতীয় বেতন স্কেলে অন্তর্ভূক্ত করার প্রস্তাব করা হয়।

সভায় এ বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, নির্ধারিত বেতনে নিয়োজিত কর্মচারীদের দায়দায়িত্ব বেতনস্কেলভূক্ত কর্মচারীদের চেয়ে কম - এ যুক্তির যথার্থতা নেই। তাছাড়া সরকার এ জাতীয় কর্মচারীদের ক্ষেত্রে পর্যায়ক্রমে out sourceing এর বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। কাজেই এ বিষয়ে আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) স্টাফবাস কর্মসূচীর.১৪১টি ও মহিলা কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ৪৭টি সহ মোট ১৮৮ টি পদ ৩০ জুন, ২০০৯ পর্যন্ত প্রচলিত নিয়মে সংরক্ষণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(২) নির্ধারিত বেতনে সৃষ্ট গাড়ি চালকের ৫টি ও বাস হেলপারের ৪টি পদকে জাতীয় বেতনস্কেলভূক্ত করার বিষয়টি আরও পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরবর্তী বোর্ড সভায় পেশ করা যেতে পারে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ০৯। ব্যক্তিমালিকানাধীন ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে।

১৯৯৭ সালে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২০-১১-১৯৯৭ তারিখের সম(কল্যাণ)ডব্লিউ-৮/৯৭-২৪০ নং স্মারক মূলে গাজীপুর - সচিবালয় রুটে ১ টি, ধামরাই - সচিবালয় রুটে ১ টি এবং ২২-০৬-১৯৯৮ তারিখের সম(কল্যাণ)ডব্লিউ-৮/৯৭-১৬৬ নং স্মারকমূলে নরসিংদী - সচিবালয় রুটে ১ টি মোট ৩ টি ৫২ আসেন বিশিষ্ট বাস বেসরকারী মালিকদের নিকট হতে ভাড়া করা হয়। ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে প্রতি লিটার টাঃ ৩১.০০ হওয়ায় সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ২৬-০৭-২০০৬ তারিখের সম(কল্যাণ)ডব্লিউডি-১০/২০০১-১৯১ নং স্মারকমূলে সচিবালয় - গাজীপুর রুটে টাঃ ৩৭,৯৯৫/- এর স্থলে টাঃ ৫০,০০০/-, সচিবালয়-ধামরাই রুটে টাঃ ৩৪,৮২৮.৬৪ এর স্থলে টাঃ ৪৮,০০০/- ও সচিবালয়-নরসিংদী রুটে টাঃ ৪৮,৯৮৫/- এর স্থলে টাঃ ৬২,০০০/- ভাড়া পুনঃ নির্ধারণ করা হয়। বর্তমানে ডিজেলের মুল্য আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় এবং গাড়ী পরিচালনায় অন্যান্য ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বেসরকারী মালিকগণ ভাড়া বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বোর্ডের ৭ম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইতেমধ্যে বি,আর,টি,সির ভাড়াকৃত বাসের ভাড়া ১ অক্টোবর, ২০০৭ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

CamScanner

ব্যক্তিমালিকাধীন বাসের ভাড়া বৃদ্ধি করার বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি এবং আনুষাঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়ায় বাসের ভাড়া ১০% বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে সভায় মতামত ব্যক্ত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ ব্যক্তিমালিকাধীন বাসের ভাড়া ১০% বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সে ক্ষেত্রে গাজীপুর - সচিবালয় রুটের মাসিক ভাড়া ৫৫,০০০/- টাকা, ধামরাই-সচিবালয় রুটের মাসিক ভাড়া ৫২,৮০০/- টাকা এবং নরসিংদী -সচিবালয় রুটের মাসিক ভাড়া হবে ৬৮,২০০/- টাকা বর্ধিত ভাড়া ০১-০৮-২০০৮ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

বাস্তবায়ন ঃ উপ-পরিচালক (কর্মসূচী ও যৌথবীমা), বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১০। বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ৬টি জীপ গাড়ি বরাদ্দ প্রসঙ্গে।

বোর্ডের কার্যক্রমসমূহ বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয় হতে সম্পন্ন করা হচ্ছে। বিভাগের জেলাসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনা, কল্যাণভাতা ও যৌথবীমার দাবী, চিকিৎসা সাহায্য, শিক্ষাবৃত্তি, দাফন/অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এবং বিভিন্ন ক্লাব/সমিতি পরিদর্শণসহ প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বোর্ডের প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ১টি করে জীপ গাড়ি বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়।

সভায় বিভাগীয় পর্যায়ে গাড়ী বরাদ্দ প্রসঙ্গে নানাবিধ প্রসঙ্গ উল্লেখপূর্বক আলোচনা করা হয়। এতে বলা হয় বিভাগীয় পর্যায়ে গাড়ী প্রদান করা হলে গাড়ী চালক, জ্বালানী এবং রক্ষণাবেক্ষণসহ প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পাবে। বোর্ড থেকে এ ব্যয় বহন করা সমীচীন হবে না। বিস্তারিত আলোচনার পর বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মকর্তাদের গাড়ী প্রদানের প্রস্তাব নাকচ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়ে গাড়ী বরাদ্দ সমীচীন হবে না।

আলোচ্য বিষয় ১১। বোর্ডের বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের জন্য ৬টি ফটোকপি মেশিন ক্রয় প্রসঙ্গে।

বোর্ডের কার্যক্রম বিকেন্দ্রীকরণের ফলে কাজের পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। চিঠিপত্রসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন কাগজপত্র ফটোকপি করা প্রয়োজন। বিভাগীয় কার্যালয়সমূহের নিকটতম স্থানে ফটোকপি করার সুবিধা না থাকায় দূরবর্তী স্থান হতে ফটোকপি করতে হয়। এতে সময় এবং অর্থের অনেক অপচয় হয়। সময় এবং অর্থের সাশ্রয়ের জন্য প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ে ১টি করে ফটোকপি মেশিন সরবরাহ করার প্রস্তাব করা হয়। বর্তমান অফিসের কাজের পরিধি এবং অন্যান্য বিষয়ের প্রেক্ষিতে বিভাগীয় কার্যালয়ে ফটোকপিয়ার প্রয়োজন। এ কারণে প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ে ১ টি ফটোকপি মেশিন দেয়া যেতে পারে বলে সভায় মত পোষন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বোর্ডের প্রত্যেক বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য ১ টি করে ফটোকপিয়ার মেশিন ক্রয় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বাস্তবায়ন ঃ মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

আলোচ্য বিষয় ১২। বিবিধ।

(১) জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা করার পদক্ষেপ।

বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ডের তহবিল হতে সরকারি অনুদানের মাধ্যমে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসার জন্য একজন কর্মচারীকে এক বা একাধিকবারে সর্বোচ্চ এক লক্ষ টাকা চিকিৎসা বাবদ সাহায্য প্রদান

CamScanner

করা হচ্ছে যা ব্যয়ের তুলনায় অপ্রতুল। বর্তমানে চিকিৎসার ঔষধপত্রসহ বিভিন্ন উপকরণের মূল্য অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসার খরচও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় কর্মচারীদের বিভিন্ন তরফ থেকে সাহায্যের পরিমান বৃদ্ধি করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। এ প্রেক্ষিতে জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের চিকিৎসা সাহায্য মঞ্জুরীর ব্যবস্থাপনা কমিটির ৩০-০৪-২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত ৪৪তম সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে এ সাহায্য সর্বোচ্চ টাকা এক লক্ষ থেকে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করা যেতে পারে বলে সুপারিশ করে। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে ইতোমধ্যে কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করে বর্তমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত ব্যয় অত্যাধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সাহায্য বৃদ্ধি করার বিষয়ে সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ জটিল ও ব্যয়বহুল রোগের দেশে বিদেশে চিকিৎসা ব্যয়ের অনুদান সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা করার জন্য প্রয়োজনীয় আইন/বিধিমালা সংশোধনের পদক্ষেপ ত্বরান্বিত করতে হবে।

বাস্তবায়ন ঃ ১। মহা-পরিচালক, বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), সংস্থাপন মন্ত্রণালয়।

(২) ঢাকা জিপিও হতে যৌথবীমা তহবিলের বিনিয়োগকৃত টাকার মুনাফা না পাওয়া প্রসঙ্গে।

বোর্ডের যৌথবীমা তহবিলের টাঃ ১৮,২১,৩৮,০০০/- বিগত ১১-০৭-২০০৪ তারিখে ঢাকা জিপিওতে ৩ (তিন) বছর মেয়াদী সঞ্চয়ী হিসাবে বিনিয়োগ করা হয়েছিল। মেয়াদান্তে গত ১০-০৭-২০০৭ তারিখে প্রাপ্য মুনাফার টাঃ ৬,৮৩,০১,৭৫০/- দাবী করা হলে জিপিও উক্ত মুনাফার টাকা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ হিসাবে উল্লেখ করে যে, ০৮-০৭-২০০৪ তারিখ অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগ কর্তৃক এক সার্কুলারের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ রহিত করা হয়েছে। উক্ত সার্কুলার জিপিও ১১-০৭-২০০৪ তারিখের পরে প্রাপ্ত হন বলে জানা যায়। সার্কুলারের বিষয়টি জানার পরও জিপিও আমাদেরকে অবহিত করেনি। সময়মত অবহিত করলে আমরা অন্য কোথাও বিনিয়োগ করতে পারতাম। কাজেই আমাদের কোন Lapse না থাকায় আমরা জিপিও এবং অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগের নিকট উল্লিখিত মুনাফার টাঃ৬,৮৩,০১,৭৫০/- পাওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছি। বিষয়টি বর্তমানে অভ্যন্তরীন সম্পদ বিভাগে বিবেচনাধীন আছে। বিষয়টি বোর্ডের সদয় অবগতির জন্য পেশ করা হ'ল।

পরিশেষে সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২০.০৭.০৮

(মোঃ আব্দুস সালাম খান)
সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড।

সচিব
সংস্থাপন মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ কর্মচারী কল্যাণ বোর্ড

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়	২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়
০১।	সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩১,০০,০০,০০০.০০	৩৪,০০,০০,০০০.০০	৩০,২৫,৪২,১৮১.৪২	৩২,০০,০০,০০০.০০
০২।	১৯ টি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণ তহবিলের চাঁদা বাবদ	৩২,০০,০০০.০০	৩০,০০,০০০.০০	২৯,৫৩,৩৭৯.৮৫	৩৫,০০,০০০.০০
০৩।	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	১৩,১২,০০,০০০.০০	১৭,১০,৬২,০০০.০০	১৬,৭১,৯২,৭১৮.৬৭	১৮,০৭,৬১,৭৮০.০০
০৪।	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	১০,০০,০০০.০০	১১,৬৩,১০২.০০	২১,৯৮,৬৩১.৩৪	১৩,০০,০০০.০০
০৫।	বিবিধ প্রাপ্তি				
	(ক) বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য	৪,০০,০০০.০০	৩,৭৪,০০০.০০	৮,১৯,৩৭২.৬৪	৫,০০,০০০.০০
	(খ) বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা অর্জন	৪,৫০,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০	৩,৭২,২০০.০০	৫,৫০,০০০.০০
	মোট :	৪৪,৮০,৫০,০০০.০০	৫১,৭১,৫১,৪০২.০০	৪৭,৭৬,৮৭৫৩১.০০	৫০,১৮,৩২,৭৮০.০০

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ব্যয়	২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত ব্যয়
০১।	সর্বমোট ১৬ বছর মেয়াদের মৃত্যুজনিত/ কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পরিবারবর্গ ও নিজ চিকিৎসার অনুদান বাবদ	৪১,০০,০০,০০০.০০	৪০,০০,০০,০০০.০০	৩৪,৪৯,০৫,৩৮৮.১৫	৪২,০০,০০
০২।	দিবা ১১ ঘন্টা সেবা কর্মরত সেবিকা পরিবার (চিকিৎসা, শিক্ষা বৃত্তি এবং দাফন/সৎকার) খাতে	৭,০০,০০,০০০.০০	৭,০০,০০,০০০.০০	৫,৪৫০,৯৪০.০০	৭,০০,০০
০৩।	বিরল ১৮ বছর মেয়াদের জন্য অতিরিক্ত সরকারী অনুদান দাফন/সৎকার ও ভবিষ্যৎ সহায়তা অনুদান	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	–	২৫,০০
	মোট :	৪৮,০৪,০০,০০০.০০	৪৭,০২,০০,০০০.০০	৩০,৪২,২৫,৬৬৮.১৫	৪৯,২৫,০০
০৪।	(ক) প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় :				
	(১) কর্মকর্তাদের বেতন	২০,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৫,২৬,১৩৫.৯০	২২,০
	(২) কর্মচারীদের বেতন	২২,০০,০০০.০০	২০,০০,০০০.০০	১৭,৭৪,৩০.৬৬	২২,০
	(খ) অন্যান্য ভাতাদি :-				
	(০১) বাড়ী ভাড়া	২৫,০০,০০০.০০	২৪,০০,০০০.০০	১৭,৪০,০৭৬.৬০	২০,০
	(০২) চিকিৎসা/চিকিৎসা ভাতা	৫,০০,০০০.০০	২,২০,০০০.০০	২,১৭,২০০.০০	৩,০
	(০৩) যাতায়াত ভাতা	৭২,০০০.০০	৬০,০০০.০০	৩৮,৪৫০.০০	৬
	(০৪) আপ্যায়ন ভাতা (বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের)	৪০,০০০.০০	৫১,০০০.০০	১৫,০০০.০০	৬
	(০৫) ধোলাই ভাতা	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	৫,০৭৪.০০	
	(০৬) শ্রান্তি বিনোদন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	১,০০,৭৫৪.০০	১১
	(০৭) ভ্রমণ ভাতা	২,০০,০০০.০০	২১,০০০.০০	১৮,৭০১.০০	২,০
	(০৮) উৎসব ভাতা	৪,২০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৩,৯২,২০০.০০	৪,৪
	(০৯) কর্মচারীদের ভাতা	৩০,০০০.০০	২০,০০০.০০	১২,৭০৩.৭৭	৩
	(১০) পোষাক/বদলীর ভাতা	৭২,০০০.০০	৯৫,০০০.০০	১১,২৪২.০০	২
	(১১) গ্রাচুইটি ও অবসরভাতা	১২,০০,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	১১,৩৫,৭০০.০০	২২,০
	(১২) বিবিধ তহবিল চুক্তি পরিশোধ	৭,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৭,৪৫,০৪৩.০০	১০,০
	(১৩) বিবিধ তহবিল স্থানান্তর	৫,০০,০০০.০০	—	–	৫,০
	(১৪) মহার্ঘ ভাতা	—	—	–	১০,০
	(১৫) ছাত্রদের জন্য কর্তন ভাতা	১,৭০,০০০.০০	—	–	১,৮
	মোট :	৮৭,৯২,০০০.০০	৮৭,৮৭,০০০.০০	৮৫,১১,৯২৪.০০	১,১৯,০
০৫।	বিভিন্ন অগ্রিম :				
	(০১) ভ্রমণ অগ্রিম	১,৪০,০০০.০০	—	৩২,০০০.০০	১
	(০২) গৃহ নির্মাণ অগ্রিম/মেরামত	৫,০০,০০০.০০	২,২০,০০০.০০	২,৪০,০০০.০০	৫,০
	(০৩) বিবিধ তহবিল অগ্রিম	৭,০০,০০০.০০	৭,০০,০০০.০০	৪,২২,০০০.০০	৭,০
	মোট :	১১,৪০,০০০.০০	৭,২০,০০০.০০	৬,৯৪,০০০.০০	১০,৭
০৬।	আনুষাঙ্গিক খরচ :				
	(০১) ডাক/তার, টেলিফোন ও যোগাযোগ	৪,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৪,০২,৪০৩.০০	২,০
	(০২) টেলিফোন	১,০০,০০০.০০	৫১,০০০.০০	৫১,৬০১.০০	১,০
	(০৩) চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	৭২,০০০.০০	২০,০০০.০০	১০,৭১৮.০০	১
	(০৪) অফিস ভাড়া/বিবিধ কর	৫,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৫,০
	(০৫) বিদ্যুৎ প্রভৃতি কর	১,০০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৫৫,০০০.০০	১,০
	(০৬) ভাড়া খাজনা	৭২,০০০.০০	২২,০০০.০০	২৫,৭০৭.০০	৫
	(০৭) মুদ্রণ খরচ (বোর্ডের বৈঠক)	১০,০০,০০০.০০	৯,০০,০০০.০০	৭,১৯,৩৫০.০০	১০,০
	(০৮) বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী ও আপ্যায়ন খরচ	৪,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	২,৪২,৩০৪.০০	৫,০
	(০৯) টাইপ মেশিন ক্রয় ও মেরামত	৭০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	৫৫,৯০০.০০	
	(১০) বিজ্ঞাপন খরচ	৩০,০০০.০০	৩০,০০০.০০	৬,২০২.৪২	
	(১১) পানি ও বিদ্যুৎ	২,০০,০০০.০০	—	—	২,
	(১২) মনিহারী দ্রব্য	২,০০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৫২,০৮৬.০০	২,
	(১৩) ব্যাংক চার্জ কমিশন	২,০০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	১,০৯,২৫৫.০০	২,
	(১৪) কম্পিউটার ক্রয়, প্রশিক্ষণ এবং সফটওয়্যার ও এ.সি. মেরামত	১২,০০,০০০.০০	১২,০০,০০০.০০	১১,৮০০.০০	১২,
	(১৫) গাড়ি ক্রয় ও রক্ষণাবেক্ষণ	১৫,০০,০০০.০০	১৫,০০,০০০.০০	২৬,০৯২.০০	২০,
	(১৬) ফটোকপি মেশিন ক্রয়/মেরামত	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	–	৫,
০৭	বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	২,০০,০০০.০০	—		২,
০৮।	ভবন নির্মাণ বাবদ	২০,০০,০০০.০০	২৫,০০,০০০.০০	১২,১৯,০৫৪.০০	২০,
	মোট :	৭২,২০,০০০.০০	৬৯,৮১,০০০.০০	৩৮,৭৭,০৯৯.৭৭	৯৪,
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (৪+৫+৬+৭+৮) :	১,৮৯,০৯,০০০.০০	১,৭২,৪০,০০০.০০	১,৩৮,২১,৩৫৭.৭২	২,২৯,
	মোট ব্যয় কর (১+২+৩+৪+৫+৬+৭+৮) :	৪৯,৯৩,০৯,০০০.০০	৪৮,২০,৪০,০০০.০০	৩১,৮০,৪৭,০২৫.৮৭	৫১,৫৪,
০৯।	উদ্বৃত্ত(+)/ঘাটতি(-)	(-) ৫,১৯,২২,০০০.০০	২,২৫,৬১,৩০২.০০	(-) ৩,৯৫,৭৯,৭০৬.৩৭	(-) ১,৩
	মোট :	৪৪,৮০,৫০,০০০.০০	৫১,৭১,৫১,৪০২.০০	৪৭,৭৬,৮৭,৫৩১.০০	৫০,১৮,

বিঃ দ্রঃ - ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি স্বল্প মেয়াদী আমানতে ও ১ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও উহার মুনাফা উত্তোলন করে মিটানো হবে।

ক্রমিক নং	আয়ের খাত	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়	২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের প্রকৃত আয়	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের সম্ভাব্য আয়
১। (ক)	গেজেটেড সরকারী কর্মকর্তাদের যৌথবীমা প্রিমিয়াম	৩,০০,০০,০০০.০০	৪,৮৮,৮৪,০০০.০০	২,৭২,২৯,৮৭৮.০০	৪,০০,০০,০০০.০০
(খ)	১৯ টি স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার প্রিমিয়াম	২৭,০০,০০০.০০	২৮,৫০,০০০.০০	২৬,৬১,৫৯০.০৮	৩০,০০,০০০.০০
(গ)	নন-গেজেটেড সরকারী কর্মচারীদের প্রিমিয়াম বাবদ সরকারী অনুদান	১৬,০০,০০,০০০.০০	১৬,০০,০০,০০০.০০	১৪,৫০,০০,০০০.০০	১৬,০০,০০,০০০.০০
(ঘ)	স্থায়ী আমানতের মুনাফা	৮,৫২,৭৪,০০০.০০	৩,১৩,০৯,০০০.০০	১২,৪৮,১৩১.০০	১,২২,৫৮,০০০.০০
(ঙ)	স্বল্প মেয়াদী আমানতের মুনাফা	৮,১০,০০০.০০	১৪,০০,০০০.০০	১৩,৬৯,৩০০.০০	১২,০০,০০০.০০
(চ)	বিবিধ (অগ্রিম আদায় ও অন্যান্য)	২,১০,০০০.০০	১,১২,২০৬.০০	১,২৭,৭৭৭.২১	১,৫০,০০০.০০
(ছ)	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে ভবিষ্য তহবিলের চাঁদা	৪,১০,০০০.০০	৩,৪২,৯০০.০০	৩,৩৪,১০০.০০	৪,০০,০০০.০০
(জ)	বোর্ডের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট থেকে সাধারণ ভবিষ্য তহবিলের অগ্রিম আদায়	৩,১০,০০০.০০	২,৮০,০০০.০০	২,৬৬,২৮০.০০	৩,৫০,০০০.০০
	মোট :	২৮,৯৬,৭৪,০০০.০০	২৪,৫১,৭৪,১০৬.০০	১৭,৭২,৩৮,৫৫২.২৯	২১,৭২,৯৮,০০০.০০

ক্রমিক নং	ব্যয়ের খাত	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেট বরাদ্দ	২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের সম্ভাব্য ব্যয়	২০০৬-২০০৭ অর্থ বছরের প্রকৃত ব্যয়	২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের প্রস্তাবিত বাজেট
১।	যৌথবীমার দাবি পরিশোধ	২৬,০০,০০,০০০.০০	২৪,০০,০০,০০০.০০	১২,৩৬,৬৮,৪৬২.০০	২৬,০০,০০,০০০.০০
	মোট :	২৬,০০,০০,০০০.০০	২৪,০০,০০,০০০.০০	১২,৩৬,৬৮,৪৬২.০০	২৬,০০,০০,০০০.০০
২। (ক)	প্রাতিষ্ঠানিক খরচ:				
(১)	কর্মকর্তাদের বেতন	৬,০০,০০০.০০	৩,৯৯,০০০.০০	৩,৪৭,৪৬২.৫০	৭,০০,০০০.০০
(২)	কর্মচারীদের বেতন	১৯,০০,০০০.০০	১৩,১৮,০০০.০০	১১,১০,৬৪৫.৬১	২০,০০,০০০.০০
(খ)	অন্যান্য ভাতাদি :				
(১)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১২,০০,০০০.০০	৯,৬০,০০০.০০	৮,৭৮,৬৯২.৯১	১৫,০০,০০০.০০
(২)	চিকিৎসা ভাতা	২,৫০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০	১,৩৫,২৩৩.৮৭	২,৭০,০০০.০০
(৩)	যাতায়াত ও টিফিন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৭০,০০০.০০	৬৬,৭১১.৩১	১,০০,০০০.০০
(৪)	[illegible] ভাতা	৫০,০০০.০০	২২,০০০.০০	১৩,৭১২.৯১	৫০,০০০.০০
(৫)	ধোলাই ভাতা	১০,০০০.০০	৩,২৭৪.১৯	৩,৬১৭.২১	১০,০০০.০০
(৬)	[illegible] ভাতা	৪০,০০,০০০.০০	৯৮,৬২৯.২০	৯,৯৯,১১২.৭৭	৫০,০০,০০০.০০
(৭)	চিত্ত বিনোদন ভাতা	১,০০,০০০.০০	৬২,৯৮০.০০	২৮,১২০.০০	১,০০,০০০.০০
(৮)	ভবিষ্য তহবিল পরিশোধ (চূড়ান্ত)	৭,০০,০০০.০০	৪,৭৫,০০০.০০	৩৪,৭৭৪.০০	১০,০০,০০০.০০
(৯)	ভবিষ্য তহবিল প্রদান	৩,০০,০০০.০০	---	---	৩,০০,০০০.০০
(১০)	ভ্রমণ ভাতা	২,০০,০০০.০০	৪০,৬০০.০০	৩৯,৮৩১.০০	২,০০,০০০.০০
(১১)	উৎসব ভাতা	৫,৫০,০০০.০০	২,৪৯,৮৯০.০০	২,৩৯,২৭৫.০০	৫,০০,০০০.০০
(১২)	সম্মানী ভাতা (বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের)	৫০,০০০.০০	২৫,০০০.০০	১৭,৮০০.০০	৫০,০০০.০০
(১৩)	মহার্ঘ ভাতা	---	---	---	
(১৪)	বাড়ী ভাড়া (বিভাগীয় অফিসের জন্য)	৩,০০,০০০.০০	---	---	১০,০০,০০০.০০
	গ্যাস পানি ও বিদ্যুৎ		---	---	৩,০০,০০০.০০
	মোট :	১,০৫,৯০,০০০.০০	৩৮,৮৭,৪৪৫.০৯	৩৩,৯৫,৭৯৯.৪৮	১,৩০,৬০,০০০.০০
৩।	বিভিন্ন অগ্রিম :				
(১)	সাইকেল অগ্রিম	---	---	---	---
(২)	মটর সাইকেল অগ্রিম	১,৪০,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	৭০,০০০.০০	১,৪০,০০০.০০
(৩)	গৃহ নির্মাণ অগ্রিম	৩,৫০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	১,২০,০০০.০০	৩,৫০,০০০.০০
(৪)	সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম	৮,০০,০০০.০০	৫,১০,০০০.০০	২,৬৫,০০০.০০	১২,০০,০০০.০০
	মোট :	১২,৯০,০০০.০০	৭,০৫,০০০.০০	৪,৫৫,০০০.০০	১৬,৯০,০০০.০০
৪।	অন্যান্য আনুষাঙ্গিক খরচ :				
(১)	আসবাবপত্র ক্রয় ও মেরামত	৪,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০	৪,০০,০০০.০০
(২)	ফটোকপি মেশিন রক্ষণাবেক্ষণ	১০,০০০.০০	---	---	১০,০০০.০০
(৩)	রাজস্ব ডাক টিকেট ক্রয়	২,০০,০০০.০০	১,৬০,০০০.০০	৩,২০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
(৪)	চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পোষাক	৩৫,০০০.০০	১৮,৭১০.০০	৪,৯৫০.০০	৫০,০০০.০০
(৫)	টাইপ মেশিন মেরামত	১০,০০০.০০	৫,০০০.০০	---	১০,০০০.০০
(৬)	মনোহারী দ্রব্য	১,০০,০০০.০০	১৫,০০০.০০	৭৫,০০০.০০	১,০০,০০০.০০
(৭)	টেলিফোন	১,০০,০০০.০০	৩০,৭১৫.০০	২৪,৮৯০.০০	১,০০,০০০.০০
(৮)	ব্যাংক চার্জ	৮,০০০.০০	৪,৬৬৮.০০	৩,৭৬৮.০০	৮,০০০.০০
(৯)	আনুষাঙ্গিক (কন্টিনজেন্সী)	৩,৫০,০০০.০০	১,২০,৯৬৫.০০	৩,০৪,৭২৪.০০	৩,৫০,০০০.০০
(১০)	প্রকাশন	৫০,০০০.০০	৪০,০০০.০০	১৭,০০০.০০	৮০,০০০.০০
	মোট :	১২,৬৩,০০০.০০	৫,১৫,০৫৮.০০	১২,২০,২৯৯.০০	১৬,০৮,০০০.০০
	মোট প্রাতিষ্ঠানিক খরচ (২+৩+৪)	১,৩১,৪৩,০০০.০০	৫১,০৭,৪৮৭.০৯	৫০,৭১,০৯৮.৪৮	১,৬৩,৫৮,০০০.০০
	মোট খরচ (১+২+৩+৪)	২৭,৩১,৪৩,০০০.০০	২৪,৫১,০৭,৪৮৭.০৯	১২,৮৭,৩৯,৫৬০.৪৮	২৭,৬৩,৫৮,০০০.০০
৫।	উদ্বৃত্ত (+)/ঘাটতি (-)	(+) ১,৬৫,৩১,০০০.০০	(+) ৬৬,৬১৮.৯১	(+) ৪,৮৪,৯৮,৯৯১.৮১	(-) ৫,৯০,৬০,০০০.০০
	মোট :	২৮,৯৬,৭৪,০০০.০০	২৪,৫১,৭৪,১০৬.০১	১৭,৭২,৩৮,৫৫২.২৯	২১,৭২,৯৮,০০০.০০

বিঃ দ্রঃ - ২০০৮-২০০৯ অর্থ বছরের বাজেট ঘাটতি স্বল্প মেয়াদী আমানতে ও ১ বছর মেয়াদী স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগকৃত অর্থ ও উহার মুনাফা উত্তোলন করে মিটানো হবে।

fn - pc\D\PCI\My Documents\Budget\budget_2008_2009.doc

PcI - D\PCI\My Documents\board_new\8th_board_meeting_re_03-07-2008.doc